দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ [illegible] 2006
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৮

শিক্ষাখাতে বেপরোয়া দুর্নীতি

দেশের শিক্ষাখাত নানা কারণেই বিপর্যস্ত-দশায় পৌঁছেছে। উন্নতমানের শিক্ষা প্রদ
এবং এই খাতে প্রয়োজনীয় ব্যয় যথাযথ পর্যায়ে রাখা- এর কোনটাই জো
সরকারের আমলে সম্ভব হয়নি। শিক্ষা ক্ষেত্রে ন্যূনতম কোন শৈথিল্য এ
উদাসীনতাও যেখানে গ্রহণযোগ্য নয়, সেখানে বছরের পর বছর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে
বিভিন্ন অধিদফতর-সংস্থায় অনিয়ম-দুর্নীতি ও দলীয়করণের মাধ্যমে শত শত কো
টাকা লোপাট হয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন সময়ে এ অভিযোগও কম প্রকাশিত হয়নি (
মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ পর্যায়ের আশ্রয়-প্রশ্রয়ও এসবের পেছনে সক্রিয় রয়েছে। মূলত
কারণেই অনিয়ম-দুর্নীতি ও দলীয় ভিত্তিতে নিয়োগ কেলেঙ্কারী গোটা শিক্ষাক্ষেত্রে
বিপর্যস্ত করে তুলেছে। জোট সরকারের পাঁচ বছরে শিক্ষাক্ষেত্রে দুয়েকটি যা
সফলতা ছিল, তাকেও ম্লান করে দিয়েছে এই দুর্নীতি ও কেলেঙ্কারী। মন্ত্রণালয়
সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর সূত্রের বরাত দিয়ে খবরে বলা হয়েছে যে, সার্বিক বিচারে শি
খাতে সাফল্যের চেয়ে ব্যর্থতার পাল্লাই ভারী। শিক্ষা প্রশাসনে দলীয়করণ ও দুর্নী
বন্ধে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পূর্ণ ব্যর্থ। এছাড়া প্রতিশ্রুতি পূরণের ক্ষেত্রেও ব্যর্থ
রয়েছে। শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন দাবী-দাওয়ার ক্ষেত্রে সরকার প্রতিশ্রু
পূরণ না করায় শিক্ষক সমাজে অসন্তোষ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফাযিল-কামিলকে মর্যা
দানের বিষয়টি যথাযথভাবে না করায় অর্থাৎ স্বতন্ত্র ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যাল
প্রতিষ্ঠা না করা এবং এবতেদায়ী মাদ্রাসা শিক্ষকদের বেতন স্কেল না দেয়ায় শিক্ষক
চরম নাখোশ।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনিয়ম-দুর্নীতি সম্পর্কে খবরে যা উল্লেখ করা হয়েছে, তাে
দেখা যায়, এই মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাস্তবায়নাধীন ৩৭টি প্রকল্পেই হয়েছে চর
দুর্নীতি। ২০০৪ সাল থেকেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমপিওভুক্তি বন্ধ রয়েছে। স্ট
পেমেন্ট আদেশের জন্য সরকারের বিরুদ্ধে শিক্ষকদের অর্ধ শতাধিক মাম
ঝুলছে। রাজধানীর বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মন্ত্রী, এমপি ও জোটের নেতাদে
আত্মীয়-স্বজনকে বসানো হয়েছে। প্রায় দেড় বছর শিক্ষকদের পদোন্নতি ব
রয়েছে। দুর্নীতি ও অনিয়মের কারণে সেসিপ প্রকল্পের কার্যক্রম মুখ থুবড়ে পড়েছে
সরকার একমুখী শিক্ষা চালু করতেও ব্যর্থ হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে
কোটি টাকার বই ক্রয়ে সীমাহীন দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে
কম্পিউটার ক্রয় প্রকল্পে শিক্ষা বোর্ডগুলোতে লাখ লাখ টাকার অনিয়ম-দুর্নীতি ধ
পড়েছে। টিআইবি গত বছরের প্রতিবেদনে শিক্ষা খাতকে দেশের দ্বিতীয় দুর্নীতিগ্র
খাত বলে চিহ্নিত করেছে। শিক্ষা ভবনের দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের দৌরাত্ম্য বে
শিক্ষকরা আন্দোলন করেছেন। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতর যে দুর্নীতিবাজ চক্রে
হাতে জিম্মি- এ খবরও প্রকাশিত হয়েছে। এসবে মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ ব্যক্তির প্রশ্রয়ে
অভিযোগও রয়েছে। সরকারের শেষ বছরে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও ছিল চর
অস্থিরতা। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন (সংশোধন) ১৯৯৫ দেড় বছরেরও বে
সময় ঝুলে আছে। উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটির সুপারিশকৃত ৫টি বেসরকা
বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের প্রজ্ঞাপন এখনো জারি হয়নি। সরকারের মেয়াদকালে শি
সংস্কারের লক্ষ্যে গঠিত দু'টি শিক্ষা কমিশনের কোন সুপারিশ কার্যকর হয়নি। এ
পরিস্থিতি শিক্ষা খাতের বিপর্যস্ত অবস্থারই পরিচায়ক।

শিক্ষকদের প্রতি দেয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ না করা, দলীয়করণের মাধ্যমে প্রশাসে
খারাপ নজির সৃষ্টি করা, অনিয়মকে প্রশ্রয় দেয়া ও দুর্নীতি বন্ধে ব্যর্থতা- এই সব
গত পাঁচ বছরে শিক্ষা খাতে চরমভাবে লক্ষ্য করা গেছে। আর এর ফলে পরীক্ষা
নকল প্রতিরোধে যতটুকু সাফল্য এসেছিল, তাও ম্লান হয়ে গেছে। শিক্ষা খাতে
উন্নয়ন কোন একটি বা দুটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে না। বরং সকল পর্যা
অনিয়ম-দুর্নীতি নিরসন, শৈথিল্য-উদাসীনতা কাটিয়ে ওঠা এবং সময়োপযোগী ও
বাস্তবোচিত পরিকল্পনা গ্রহণ ও তার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার মাধ্যমেই শি
ব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধন সম্ভব। গত পাঁচ বছরে এই বিষয়গুলো যে বিশেষ গুরু
পায়নি, তার প্রমাণ উপরে উল্লেখিত পরিস্থিতিতেই রয়েছে। যে কোন বিবেচনা
দেখা যাবে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মত একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় পরিচালনায় (
পরিমাণ প্রজ্ঞা, মেধা ও দূরদৃষ্টি অপরিহার্য ছিল, তা এক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়নি। ব
কখনো কখনো একঘুঁয়ে তৎপরতা, স্বার্থান্ধ গ্রুপের প্রতি ছত্রচ্ছায়া প্রসারিত করা
মত অবাঞ্ছিত প্রবণতাও লক্ষ্যণীয় হয়ে উঠেছে। শিক্ষামন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর মধ্যকা
ঠান্ডা লড়াইও সৃজনশীল পরিবেশকে কম বিঘ্নিত করেনি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে
অনিয়ম-দুর্নীতি এবং গোটা শিক্ষা খাতে বিপর্যস্ত-দশার দায় মন্ত্রণালয়ের শীর্ষব্যা
হিসেবে শিক্ষামন্ত্রীর এড়িয়ে যাওয়ার কোনই সুযোগ নেই। একুশ শতকের বি
সামনে এগিয়ে যাওয়ার একমাত্র সহজ পথ আধুনিক যুগোপযোগী শিক্ষার দিগন্তে
প্রসারিত করা। এই ক্ষেত্রে গত পাঁচ বছরে যে উল্লেখযোগ্য কোন অগ্রগতি সাধি
হয়নি- এই বাস্তবতা রেখেই জোট সরকারের মেয়াদকাল শেষ হচ্ছে, এতে কো
সন্দেহ নেই।